19

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 JUN 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সাড়ে ছয়শো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ এমব্যাসী স্কুল ও কলেজটি প্রায় তেরমাস যাবৎ অধ্যক্ষহীন অবস্থায় চলিতেছে। তের মাস পূর্বে কর্মরত অধ্যক্ষ ও একজন শিক্ষককে কোন কারণ না দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ ডিসমিস করিলে তাহারা নিয়মানুসারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে কেস ফাইল করেন। বোর্ড বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি তাঁহাদের প্রথম মিটিংয়ে হাজির হওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বা তাঁহার কোন প্রতিনিধিকে পাঠাইবার জন্য স্কুলের প্রেসিডেন্ট ও কনসাল জেনারেলকে চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই বা চিঠির জবাবও দেন নাই। অতঃপর বোর্ড স্কুলের প্রেসিডেন্ট কর্তৃপক্ষকে জানান যে, ডিসমিস বেআইনীভাবে করা হইয়াছে। ইহার পরও বোর্ড কমিটি কোন সন্তোষজনক জবাব না পাইয়া গত ১৭-৮-৯৪ তারিখে এক নোটিস ইস্যু করেন যে, ২১ দিনের মধ্যে চাকুরীচ্যুতির কোন ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে এক-তরফা ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবার কড়া জবার দেন পত্রিকায় 'নূতন অধ্যক্ষ' নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়া। বোর্ডও তাহাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এই বলিয়া যে, ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত চাকুরীচ্যুত দু'জনের খালি পদে কোন শিক্ষক নিয়োগ করা বেআইনী। তাহার পর ৯ মাস অতিবাহিত হইলেও সমস্যাটির কোন সুরাহ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। না ডিসমিসকৃত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক চাকুরীতে যোগদান করিতে পারিতেছেন, না স্কুল কর্তৃপক্ষ নূতন অধ্যক্ষ/শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিয়াছেন। এমতাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে প্রায় ছয়শত পঞ্চাশ জন প্রবাসী শিক্ষার্থী। সমস্যাটির সুরাহাকল্পে আমরা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

—কানিজ ফাতেমা, পোঃ বক্স নং ১৫৭২১, জেদ্দা, সৌদি আরব